গায়ত্রী দর্শন

সম্পাদনা

অনিল আচার্য

অনির্বাণ ভট্টাচার্য

অনুষ্টুপ প্রকাশনী

২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯

সূ চি প ত্র

মুখবন্ধ—একটি সহজপাঠ/অনিল আচার্য ৯

মুখবন্ধ/অনির্বাণ ভট্টাচার্য ১৯

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

মার্ক্স পড়ানো ২৭

কেন সাহিত্য? ৫০

রণজিৎ গুহ স্মরণেঃ চক্ষুরুন্মীলিতং যেন… ৭৩

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক:ফ্যাসিবাদঃ প্রশ্নোত্তর ৯০

গায়ত্রী ভাবনাঃ আশি বছরের জন্মদিনে

আশি বছরের জন্মদিনে:গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক ৯৫

বিষয় গায়ত্রী

"বড় কাজ একাই করতে হয়"/শঙ্খ ঘোষ ১১১

'অপর' প্রসঙ্গে/শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ১১২

গায়ত্রীদির ''অপর'' নিয়ে কয়েকটি কথা/পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১১৬

অপরঃ সহবাদ ও কল্পনা/অরিন্দম চক্রবর্তী ১২০

চিন্তার জগতে গায়ত্রীর তাৎপর্য/দীপেশ চক্রবর্তী ১২৭

কেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক জরুরি ও প্রাসঙ্গিক/অনিল আচার্য ১৩০

দিদি/ফরহাদ মজহার ১৩৭

আমার বোন গায়ত্রী/তারা চট্টোপাধ্যায় ১৪৩

আমার দিদিঃ কিছু কথা, কিছু ভাবনা/মৈত্রেয়ী চন্দ্র ১৫২

আমার চোখে দিদি

১. সুন্দরী কিস্কু ১৫৭

২. বুদিন হেমব্রম ১৫৮

৩. উজ্জ্বল লোহার ১৫৯

গায়ত্রীদির ক্লাস/সূর্য পারেখ ১৬১
আমাদের গায়ত্রীদি/ফরিদা আখতার ১৬৪
কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়/অরিন্দম মানী ১৭২
উচ্চ আদর্শবাদী অনলস কাজের মানুষ/দেবাশিস ঘোষ ১৭৫

Holberg Acceptance Speech

হোলবার্গ পুরস্কার কমিটির চেয়ারম্যানের উপস্থাপন-এর আংশিক ভাষান্তর ১৭৯
Gayatri Chakravorty Spivak's Acceptance Speech ১৮১
বার্গেনে গায়ত্রী উদ্‌যাপন!/লক্ষ্মী সুব্রহ্মণিয়ান ১৮৮

অ্যালবাম ও চিত্রপরিচিতি

সাক্ষাৎকার ও রিপোর্ট

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর সঙ্গে কথা বললেন আবাহন দত্ত ১৯৫
'বুদ্ধিজীবীকে সমাজের কাছে সদর্থে দায়বদ্ধ থাকতে হবে':
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের সঙ্গে কথা বললেন দেবর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৩
স্পিভাকের পুরস্কারের আনন্দে ভাসছেন পুরুলিয়ার শবররা ২০৭

ফ্রন্টিয়ার বার্তা

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে নিয়ে আমরা কী করি?/ফ্রন্টিয়ার পত্রিকাগোষ্ঠী ২১১

গায়ত্রী প্রসঙ্গে

যেভাবে কবিতা পড়ি:বিনয় মজুমদার ও *ফিরে এসো চাকা*/তপোব্রত ঘোষ ২১৯
গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের ভাবনা: অপরের অন্তরঙ্গ
বোঝাপড়া/অনির্বাণ দাশ ২২৭
চেনা-অচেনা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক/স্বপন বিশ্বাস ২৩৭
রোহিঙ্গাদের জন্য গায়ত্রীদি/নাসির উদ্দিন ২৪৮

জীবনপঞ্জী ও গ্রন্থপঞ্জী

ডায়োসেশনের চিঠি ২৫৫
জীবনপঞ্জী ২৫৭
Life and Works of Gayatri Chakravorty Spivak ২৫৯
লেখক পরিচিতি ৩৫১

মুখবন্ধ
একটি সহজপাঠ

অনিল আচার্য

আমরা যখন ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক-এর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রথম বাংলা বই *অপর: লেখা ও কথার সংকলন* প্রকাশ করছিলাম, সে-দিনই আমেরিকায় ভারতীয় সময় গভীর রাত্রে নিউ ইয়র্কে তাঁর জন্মদিনে আর একটি বই— *Gayatri Chakravorty Spivak: Living Translation*, Edited by Emily Apter, Avishek Ganguly, Mauro Pala and Surya Parekh প্রকাশিত হয়েছিল সীগাল থেকে। অনুবাদের প্রয়াস না করেই সেই বইটির মুখবন্ধে Emily Apter যে কথাগুলি লিখেছেন এই বইটির পাঠক সে কথাগুলি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন।

> Gaytri Chakravorty Spivak, one of the most moving thinkers of the twentieth and twenty first centuries, has contributed uniquely to comparative literature, global feminism, subaltern studies, post-colonial theory, electoral education and the ethics of planetarity.

এই গ্রন্থের পাঠকের কাছে Emily Apter-এর পরিচয় জানানো দরকার। কেন দরকার সে কথা পরে লিখব। অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের লেখক এমিলি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির সিলভার প্রফেসর অব ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড কমপারেটিভ লিটারেচার। তিনি উপরোক্ত ইংরেজি বয়ানের বাইরে আরো অনেক বিশেষণে সবিশেষ করেছেন গায়ত্রীকে। কিন্তু গায়ত্রীর এই পরিচয় সারা বিশ্ব যখন স্বীকৃতি দেয়, ঘরের মেয়ে, কলকাতার বালিগঞ্জের মেয়ে বলে আমাদের কারো কারো তাঁকে প্রশংসা করতে কোথাও বাধে। গায়ত্রী এই সব প্রশংসার ধার ধারেন না। এক সাক্ষাৎকারে Spivakism, *গায়ত্রী চক্রবর্তী রিডার* প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— এসব হল 'অশ্বপৃষ্ঠে

গোবিন্দলাল'। তাঁর মা শিবানী চক্রবর্তীর কাছ থেকে ধার করা তাঁর এই কথাটিতে বোঝা যায় গায়ত্রী সম্পর্কে যদি কারও কদর থাকে, তাহলে আর আদিখ্যেতা দরকার হয় না। আর আদিখ্যেতার অপর নাম 'অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল'। তখন যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা এবার বলেই ফেলি।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়া নিয়ে এই সে-দিন পর্যন্ত নানা প্রশ্ন তুলতে বাধেনি বাঙালি বুদ্ধিজীবীর। তাঁকে 'বুর্জোয়া' কবি বলে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'তিনি কি আমাদের কবি'? 'তিনি কি আমাদের লোক'? সত্তর দশকের গোড়ায় সে-সব কথা যে বা যাঁরা বলেছিলেন আজ তাঁরাই বলতে পারেন, এখন তাঁদের মতটা পালটে গেছে। কিন্তু মতটা যে ছিল, তা তো অস্বীকার করা যাবে না। তবে এ-সব কথা যে ভ্রান্ত রাজনীতিপ্রসূত, সেটা যে তাঁরা 'ল্যাটে' বুঝেছেন, এটাই কত না!

এবার বলি, বিদেশে যে-সব বাঙালি শিক্ষাব্রতী নাম করেছেন তাঁদের নিয়ে এই বঙ্গে কিছু মধ্যমেধা ও নিম্নমেধার লেখক, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মানুষের এক ধরনের অস্বস্তি বেশ টের পাওয়া যায়। 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'— এই সাধারণ সত্যটি তাদের মনে থাকে না। তারপর আসে নানা রাজনৈতিক ভ্রান্ত ধারণার পশার। যেমন ধরুন, কোন্ কোন্ বিদেশে-থাকা বিখ্যাত বাঙালি প্যালেস্টাইনের পক্ষে না বিপক্ষে। তথ্য যাচাই না করেই দাগিয়ে দেওয়ার প্রবণতা। তাছাড়া এসব ছন্নছাড়া কথা বলার জন্য 'মুখপুস্তিকা' তো আছেই। যাঁরা একটুও যুক্তির ধার ধারেন, তাঁরা এ-সব কথায় কান দেন না। কান এবং চিলের প্রবাদবাক্য না হয় নাই-বা উল্লিখিত হল। সেই সঙ্গে আরও একটি তথ্য জানা দরকার। গায়ত্রীদির দিদি তারা চট্টোপাধ্যায় সাক্ষাৎকার দেবার সময় আমাকে যে কথাটি জানালেন সে-কথা শুনলে বোঝা যাবে গায়ত্রীরা অর্থাৎ বিদেশে যাঁরা পড়াতে বা কাজ করতে যান তাঁদের এই থাকাটা মোটেই সুখকর নয়। ভারতে যাঁরা অধ্যাপনা বা সমতুল্য বেতনের চাকরি করেন, তাঁদের বাড়িতে কাজের লোকের অভাব হয় না। কারো কারো তো ঠিকে কাজ ও রান্নার আলাদা আলাদা লোক থাকে। তারা চট্টোপাধ্যায় বলছিলেন—'গায়ত্রীকে ঘর পরিষ্কার থেকে রান্নাবান্না সবই একা করতে হয়। তার মধ্যেই এই নিরন্তর পড়াশুনো।' আমি যখন নিকটজনের বাসায় বিদেশে থেকেছি, আমারও একই অভিজ্ঞতা। মধুসূদন দত্তের আক্ষেপের কথা

ভাবুন— 'প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে'। তাই হীনমন্যতা ও অসূয়াপরবশ হয়ে যারা নানা বিরূপ সমালোচনা করেন, তারা কি এসব কথা একটুও ভাববেন না? অরিন্দম চক্রবর্তী যখন আমেরিকার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, তখন তিনি কলকাতায় গভীর রাতে ফোন করে আমাকে বলতেন, 'আমার চারপাশে বাংলায় কথা বলার লোক নেই, বাংলায় কিছু একটা লেখার পর, একটু কথা বলার দরকার হয়। কাউকে শোনাতে হয়। এখানে বাঙালিরা সব ব্যস্ত, তাই আপনাকে অনেকক্ষণ ফোন করি, লেখাটা পড়ে শোনাই।'

এত কথা এখানে লিখতে হল, কারণ, কারণে-অকারণে বিদেশে পুরস্কৃত বা প্রতিষ্ঠিত মানুষকে নিয়ে নানা কথা বলা হয়, যা যুক্তিগ্রাহ্য হয় না অধিকাংশ সময়। এসব কথা, এই বইটির ভূমিকায় লেখার কথা নয়। তবুও লিখতে হল, কারণ, সেই কোন বয়স থেকে গায়ত্রী সামান্য অর্থ সম্বল করে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন, তারপর বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ও পড়ানোর কাজ করতে করতে আজ তিনি গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক হয়েছেন। কিন্তু স্বর-বঞ্চিত ও প্রত্যন্তে থাকা মানুষদের সঙ্গ তিনি ছাড়েননি। প্রতিবাদী গায়ত্রী ঘুরে বেড়িয়েছেন বিশ্বময়। তাই তাঁকে নিয়ে এই বই, তাঁর লেখা ও তাঁকে যেভাবে দেখা হয়েছে, সেই সব নিয়ে।

দুই

> রাজনৈতিক স্বাধীনতা আর সত্তার স্বাধীনতা এক জিনিস নয়। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি, তা কিন্তু ঠিক স্বাধীনতা নয়, তা হল কিছু অধিকার যা আমাদের বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য, যা আমরা মনে করি প্রয়োজনীয় সেই সব কিছু নিয়ে বাঁচার অধিকার। সমাজের জন্য কাজ করার অধিকার।
>
> —*তারকোভস্কির ঘর-বাড়ি*, অনুবাদ, গ্রন্থনা ও ভাষা: পরিমল ভট্টাচার্য, অবভাস, পৃ: ৭৬

তারকোভস্কির উদ্ধৃতি দিয়ে এখানে একটি কথাই বলার যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে আমরা যা বুঝি, তা যে কতটা ভুল একবিংশ শতকের প্রথম ভাগের শেষ দিকে এসে আমরা সে-কথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর তিনটি বক্তৃতায়—১) 'গণতন্ত্রের রহস্য' ২) 'যুক্তি ও কল্পনাশক্তি' ৩) 'চিন্তার দুর্দশা'-য় বিষয়টি খোলসা করে আমাদের বুঝিয়ে

মার্ক্স পড়ানো

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক

“মার্ক্স পড়ানো” – এই কথাটার অর্থ কী? ভাবছিলাম অভিজ্ঞতা থেকে এর কী উত্তর দেওয়া যেতে পারে। আমি কোনোদিন মার্ক্সবাদে কোনো তালিম পাইনি। সে হয়তো আমি যা কিছু পড়াই সবক্ষেত্রেই সত্যি, সাহিত্য ছাড়া। একেবারে সাহিত্য যাকে বলা হয় সেটায় তালিম পেয়েছি, এবং আশা করি সেটা নিয়ে কিছু করতে পেরেছি। কিন্তু সেই তালিমটা আমার সব পড়ানোকেই প্রভাবিত করেছে— সাহিত্য পড়ানোর তালিম। আমার নিজের যে কনট্রিবিউশনটুকু ছিল তাতেই হয়তো এটা এভাবে হয়েছে। কিন্তু আমার যেন একনাগাড়ে একটা লাইন চলে গিয়েছে— তারকবাবু[১], ডি মান[২], দেরিদার সঙ্গে সান্নিধ্য, তারপরে নিজের পোস্ট-হেগেলিয়ান কাজ অবধি। সেটা কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরনের একটা ট্র্যাজেক্টরি। এই বিষয়টা নিয়ে আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছি, তোমরা বলার পর থেকে। মার্ক্সের ব্যাপারটা আমার জীবনের সঙ্গে খুব গভীর ভাবে জড়িত। ওয়েস্টার্ন মার্ক্সিজম একদিকে, আর দিশি মেকানিকাল মার্ক্সিজম আরেকদিকে— দুটো এতই অন্যরকম যে দুটোর মধ্যে বসে আমি ঠিক কী করছি সে সম্বন্ধে নিজেও খুব অবগত নই। কাজেই উত্তরের যেন একটা খসড়া তৈরি করছি— এইভাবে আমি উত্তরটা দেব। জানি না ঠিক কীভাবে উত্তর দেওয়া উচিত।

মার্ক্সের *ক্যাপিটাল ভল্যুম ওয়ান*, ওই ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্সের বাজে ট্রান্সলেশন, আমাকে প্রথম দেন আমার মামা জ্ঞান মজুমদার।[৩] তখন আমার বয়েস হবে বছর পনেরো, আমি থার্ড ইয়ারে পড়ি প্রেসিডেন্সিতে। বইটা খুলে একটু পড়েছিলাম, কারণ— বাবা! মার্ক্স! ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপার। কিন্তু তখন আমার বন্ধু যারা— রুদ্রদা, প্রতুল[৪] তারা যেভাবে কমিউনিজম, বা মার্ক্সিজম